ম্যুভি টেক্‌নিক্ সোসাইটি লিঃ এর
নিবেদন
মহাকবি গিরীশ চন্দ্র ঘোষের
প্রফুল্ল
পরিবেশনা
চিত্র পরিবেশক লিঃ

* প্রফুল্ল *

(কাহিনী)

বাপ মারা যাওয়ার পর, মা আর ছোট ভাই দু'টির হাত ধ'রে যোগেশ ঘোষ এসে উঠেছিলেন খোলার ঘরে।

জীবন সংগ্রামের সুরু তখন থেকেই। একমাত্র সততাকে মূলধন ক'রে তিনি ব্যবসায় নেমেছিলেন। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর শরীর আর মন দুইই যখন ভেঙ্গে পড়তে চাইত, তখন নিদ্রিত ভাই দু'টির মুখই নূতন ক'রে উৎসাহ যোগাত তাঁকে।

অবশেষে ভাগ্যলক্ষ্মী একদিন প্রসন্ন হ'লেন। ধীরে ধীরে উন্নতির সোপান বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এলেন তিনি। বাড়ী হ'ল, গাড়ী হ'ল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা পেলেন।

সংসার—আজ 'সাজানো বাগানে'র মতই সুশোভিত। মমতাময়ী মা, কল্যাণময়ী স্ত্রী জ্ঞানদা, একমাত্র সন্তান যাদব। মেজভাই রমেশ এটর্ণী হ'বার পরই ঘরের লক্ষ্মী ক'রে নিয়ে এলেন প্রফুল্লকে। শুধু একমাত্র দুঃখ বিঁধে থাকা কাঁটার মতই খচ খচ্ ক'রত—ছোট ভাই সুরেশ মানুষ হল না।

নাই হোক! তবু তাকে পুরাণো কর্মচারী পিতাম্বরের হাতেই সঁপে দিয়ে বিশ্রাম নিতে চান তিনি। মাকে নিয়ে কাশী যাবেন। ক'টা দিনের ছুটী নেবার অধিকার তাঁর হয়েছে বৈ কি।

মেজভাই রমেশকে ডেকে যেদিন বিষয় সম্পত্তির পাকা দলীল তৈরী করতে বললেন, সেদিন নিয়তি অলক্ষ্যে ব'সে বোধকরি হাসলেন।

দোরে গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। মাকে নিয়ে রওনা হবেন এই সময় খবর এল "ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে—সেখানে তাঁর সর্ব্বস্ব গচ্ছিত ছিল

একদিনেই আবার পথের ভিখারী হ'লেন তিনি। এতবড় আঘাত সইতে গেলে চাই বিস্মৃতি। তাই অকম্পিত হাতে মদের বোতল তুলে নিলেন যোগেশ।

বারণ ক'রতে ছুটে এলেন মা উমাসুন্দরী। স্ত্রী জ্ঞানদা চোখের জল ফেলতে ফেলতে ফিরে গেলেন। মেজ বৌ প্রফুল্ল কাণের মাকড়ী, দেবর সুরেশের হাতে তুলে দিয়ে ভীতকণ্ঠে বলল "বঠ্ঠাকুরকে একটা কবচ এনে দাও, ভাই—"

সমস্ত বাড়ীখানার ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় ব'য়ে গেল। সেই ঝড়ে খসে প'ড়ল রমেশের মুখোস। বীভৎস সে নগ্নরূপ। আর সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয় সম্পত্তি সে একাই গ্রাস করতে চায়। তাই একদিন রাত্রে তাকে দেখা গেল কাঙ্গালী চরণের সাজানো ডিস্‌পেনসারীতে।

হাতুড়ে ডাক্তার কাঙ্গালী চরণ বস্থমাত্র। চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় স্ত্রী জগমনি। যেমনই কদাকার তার চেহারা: বুদ্ধিটা ঠিক সেই অনুপাতেই প্রখর। সুরেশকে তারা দিনের পর দিন প্রশ্রয় দিয়ে এসেছিল তার অংশটুকু লিখিয়ে নেবার জন্যই: কিন্তু কোনমতেই তাকে রাজী করাতে পারেনি।

সোণায় সোহাগা মিলন এবার। জাল জমিদার মুলুক চাঁদ ধুধুরিয়া সাজল কাঙ্গালী চরণেরই ভাগনা ভজহরি। বিক্রয়নামা তৈরী হ'ল তার নামে। মাতাল যোগেশকে দিয়ে রমেশ তাতে সই করিয়ে নিল পাওনাদারদের হাত থেকে বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করার অছিলায়। ব্যাঙ্ক যে আবার চালু হয়েছে, সে খবরটা গোপন ক'রল। পথের কাঁটা সুরেশকে মাকড়ী চুরির মিথ্যা অভিযোগে ধরিয়ে দিল পুলিশের হাতে।

চেষ্টা ক'রেও যোগেশ তাকে বাঁচাতে পারলেন না। শ্রান্ত দেহ আর ভগ্ন মন নিয়ে বাড়ী ফিরতে গিয়ে দেখলেন ফটক বন্ধ। বাড়ীতে তাঁর আর স্থান নেই। ভিক্ষার পরিবর্ত্তে রমেশের কাছে পেলেন লাঞ্ছনা।

ছুটে এলেন জ্ঞানদা। ছুটে এল যাদব। তাঁদের হাত ধরে ধূলি ধূসরিত দেহে যোগেশ মিলিয়ে গেলেন পথের বাঁকে।

চোখের ওপর মা উমাসুন্দরী সে দৃশ্য দেখলেন। কিন্তু মানুষ আর কত আঘাত সইতে পারে! তাই চোখের জল আর পড়ল না। বিকৃত মস্তিষ্কে একসময় খিল খিল ক'রে হেসে উঠলেন।

আর সেই খোলার ঘর—যেখান থেকে যোগেশ একদিন জীবন সুরু ক'রেছিলেন। কিন্তু যৌবনের সে উদ্যম নেই, উৎসাহ নেই: নেই সততার সুনাম। পাওনাদাররা পথে দেখে ধীক্কার দেয়। মুখের উপরই বলে "জোচ্চোর!"

সব হারিয়েছেন তিনি। আছে শুধু স্মৃতির জ্বালা: পঞ্জিভূত বেদনা আর অপমান। ভুলতে গেলে চাই মদ—চাই নেশার তীব্রতা। ধীরে ধীরে নেমে যান যোগেশ। পাগলের মতই পথে পথে ঘোরেন আর বিড় বিড় ক'রে অদৃশ্য ভগবানের কাছেই নালিশ জানান "আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।"

সঙ্গীতাংশ

(১)

আহা ! রূপ দেখে আর মন মানেনা !
যায়না পরাণ রাখা !
(ওই) ডাবরা চোখের পাশে কেমন
নাকের মোয়া আঁকা ॥

আহা........

চৌকো মুখের দুই গালে দুই নইনি তালের আলু
থাবড়া মাথায় পিছলে পড়া টাকে বোঝাই তালু
আহা টাকে বোঝাই তালু

(আড়া) বেলের গড়ন আবার চলনে গরুর গাড়ীর চাকা
আহা........

তোমায় পেতে লাফায় হৃদয় পরাণ জ্বলে যায়
তুলি আমি দোলে ভুবন, মোর মালা দোলে হায়
পরাণ জ্বলে যায় ।
আমি সই কেমনে গো—চোখে ওই বাণ মারে যে বাঁকা
আহা....

(২)

যত চাও তত পাবে পয়সা নেবে না
রাণী মুদিনীর গলী সরাবের দোকান খালি
যত চাও তত পাবে পয়সা নেবে না ।
ঠোঙ্গা করে শাল পাতাতে চাট দেবে হাতে হাতে
তেলে মাখা মটর ভাজা মোলাম বেদানা
চুচচুড়ে হয়ে মদে এলো চুলে কোমর বেঁধে
হরঘড়ি তামাক দেয় সেধে
বাপের বেটী মুদির মেয়ে
ঘুঙ্গুর বেঁধে দেয় সে পায়ে
নাচ গাও যত পার তার কি ঠিকানা
মুদিনি এমনি কেতা পড়ে থাকে যেথা সেথা
জমাদার পাহারাওলার নাই কো নিশানা ।

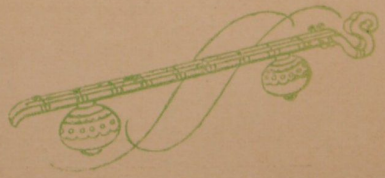

চিত্র পরিবেশক লিঃ এর পরিবেশনায়

চিত্র সম্ভার

কল্পনা চিত্র প্রতিষ্ঠান লিঃ এর

লক্ষহীরা

পরিচালনায় : চিররঞ্জন মিত্র

শ্রেষ্ঠাংশে :—

দীপ্তি রায়, মঞ্জু দে, বিকাশ রায়

উত্তম কুমার, নিতীশ মুখার্জি

প্রভৃতি

কে, সি, প্রোডাকসন এর

তরনীসেন বধ

নিউ থিয়েটার্স রিলিজ

রচনা : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

পরিচালনা : কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়

অনুরূপা দেবীর

মন্ত্রশক্তি

পরিচালনা : চিত্ত বসু

সন্ধ্যারাণী, বিকাশ

৺রবীন্দ্র মৈত্র এর

মানময়ী গার্লস্ স্কুল

চিত্র পরিবেশক লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত

ও জুবিলী প্রেস, ১৫৭।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ কর্তৃক মুদ্রিত।